



বঙ্গের কুশীলবেরা



বিজয় দাহি

- বাড়ি: বীরভূমের মল্লারপুরের দক্ষিণগ্রামে
- পড়াশোনা: কল্যাণী সরকারি

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি-টেক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-টেক।

- ইসরো: চন্দ্রযান-৩-এ 'অপারেশন টিম' -এর সদস্য।



সৌম্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়

- বাড়ি: বীরভূমের সিউড়ির রায়পুরে
- পড়াশোনা: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার

ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি-টেক।

- ইসরো: রিমোট সেপিং স্পেসক্র্যান্ট মিশনে যুক্ত। চন্দ্রযান -৩-এর অপারেশন ডি঱েন্টের (মিশন সফটওয়্যার)।



কল্পনা লক্ষ্মী

- বাড়ি: বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের ডানা-তে
- পড়াশোনা: আরসিসি

ইনসিটিউট অব ইনফর্মেশন টেকনোলজি থেকে বি-টেক, এম-টেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

- ইসরো: চাঁদে নামার পরে রোভার বা রোবট গাড়ির গতিবিধি সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা দলের সদস্য।



তুষারকান্তি দাস

- বাড়ি: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায়
- পড়াশোনা: বহুমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে গণিতে স্নাতক। আইআইটি খড়গপুর ও আইএসএম ধানবাদে উচ্চতর শিক্ষা।

- ইসরো: চন্দ্রযান-৩ প্রকল্পে যুক্ত।



অনুজ লক্ষ্মী

- বাড়ি: উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে
- পড়াশোনা: রায়গঞ্জ

ইউনিভার্সিটি কলেজের পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর। পরে, এম টেক এবং পিএইচডি-ও করেছেন।

- ইসরো: চন্দ্রযান ৩-এর 'ল্যান্ডার'কে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে 'প্রোপালশন মডিউল পেলোড', তার গায়ে 'স্পেকট্রো-পোলামেট্রি অব হ্যাবিটেবল ফ্ল্যানেট আর্থ' (সংক্ষেপে 'শেপ') নামে যন্ত্র নির্মাণের দায়িত্বে।

পীয়ুষকান্তি পট্টনায়ক

- বাড়ি: পূর্ব মেদিনীপুরের উত্তর কাটালে
- পড়াশোনা: কল্যাণী সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি-টেক, খড়গপুর আইআইটি থেকে এম-টেক।

- ইসরো: চন্দ্রযান ৩-এর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্বে



ইসরোর কন্ট্রোল রুমে ব্যস্ত পীয়ুষকান্তি পট্টনায়ক।



কৌশিক মাণি

- বাড়ি: জলপাইগুড়ি
- পড়াশোনা: জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়েন

- ইসরো: চন্দ্রযান-৩-এর সফটওয়্যার অপারেশনে যুক্ত।



চাঁদের হাটি

‘চন্দ্রযান ৩’-এর নেপথ্যে যে সমস্ত বিজ্ঞানী অগ্রণ্য



শ্রীধর পাণিকর
সোমনাথ
ইসরোর
চেয়ারম্যান।

‘চন্দ্রযান ৩’ নিয়ে রওনা হওয়া
বাহুবলী রকেটের অন্যতম
কারিগর। অভিনয় করেছেন
মঙ্গলযান সংক্রান্ত সংস্কৃত
ছায়াছবি ‘যানম্’-এ।



এস উনিকুয়ান
সাম্যার
চন্দ্রযানের
সফল লঘুরের
পুরোধা। ‘গগনযান’-এ
মহাকাশে মানুষ পাঠানোর
উদ্যোগে ইসরোর অন্যতম
বিজ্ঞানী। লেখেন ছোটগল্প।



পি ডিভাসুধুজেল
‘চন্দ্রযান ৩’-
এর প্রজেক্ট
ডিরেক্টর।
‘চন্দ্রযান ২’-এ ল্যান্ডারের
ব্যর্থতা থেকে তাঁর লম্বা
অভিজ্ঞতা পরের চার বছরে
সাফল্য নিয়ে এল।



এম শঙ্করণ
ভারতের
সব ক’টি
চন্দ্রাভিযানে
যুক্ত। ঠাণ্ডা-গরমে চন্দ্রযানের

সহশক্তি যাচাই এবং
পরীক্ষার জন্য কৃতিম চন্দ্রপৃষ্ঠ
তৈরির দায়িত্বে।



মুখাইয়া বনিতা
‘চন্দ্রযান ২’-
এর প্রজেক্ট
ডিরেক্টর।
ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার।
চন্দ্রাভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া
পথগ ভারতীয় মহিলা।



ডি নারায়ণল
‘চন্দ্রযান
৩’-এর ‘সফট
ল্যান্ডিং’-এ
সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন
খড়াপুর আইআইটি-র
এই প্রাক্তনী।



কল্পনা
নন্দগোপাল
কোভিডের
মধ্যেও
‘চন্দ্রযান-৩’-এর কাজ
চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব
অনেকাংশেই তাঁর।



বি এম রামকৃষ্ণ
ল্যান্ডার
বিক্রমের সঙ্গে
ইসরোর সমন্বয়
বজায় রাখার দায়িত্বে ছিলেন।

